ভোরের কাগজ

তারিখ AUG 01 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে বারবার সহিংস ঘটনার নেপথ্যে

সমরেশ বৈদ্য : চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজকে ছাত্র সংগঠনের যে গ্রুপ দখলে রাখতে পারে সে গ্রুপই কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় চাঁদাবাজির মাধ্যমে প্রতিবছর কমপক্ষে ২ কোটি টাকা অবৈধ আয় করে। এতো বিপুল অঙ্কের আয়কে কেউই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। রাজনৈতিক আদর্শের চেয়ে মূলত এ নিয়েই ছাত্রলীগের আ জ ম নাছির গ্রুপ ও কথিত ছাত্রলীগ নেতা ফদের গ্রুপ কমার্স কলেজে তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য গত ১ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে।

গতকাল শনিবার থেকে এইচএসসিতে ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে আবেদনপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর এইচএসসি, বিকম (পাস), অনার্স ও মাস্টার্সে ভর্তির সময় যে গ্রুপই কলেজকে নিজেদের দখলে রাখতে পারে তারা কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা আয় করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর মাধ্যমে। তাছাড়া আগ্রাবাদ ও মোগলটুলি এলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিমাসে কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের বিষয়টিতো রয়েছেই।

কলেজের বিভিন্ন শিক্ষার্থী, বর্তমান ও সাবেক কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, গত ১০ বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চলে আসছে। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষা হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে অনেকেই ভর্তি হতে পারতো না যদি কলেজ সংসদ ও ছাত্রলীগ নেতাদের তাদের দাবিকৃত মোটা অঙ্কের টাকা না দিতে। এসএসসি, এইচএসসিতে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া কয়েকজন কৃতী শিক্ষার্থীও এভাবে হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়ে তাদের প্রিয় সন্তানদের চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি বাণিজ্য কলেজে ভর্তির জন্য এসব কথিত ছাত্রনেতাদের ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন। চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক তার এক প্রার্থীকে ভর্তি করানোর জন্য গত বছর কলেজের এক ছাত্রনেতাকে কয়েক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছাত্র ভর্তি হতে পারেনি, টাকাও ফেরত পায়নি। এ রকম আরো বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কেউই ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, প্রতিবছর ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রির সময় এসব নেতা বাধ্যতামূলকভাবে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দামের ভর্তি গাইড নিতে বাধ্য করে ভর্তিচ্ছুদের। এভাবে প্রতিবছর বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির সময় কমপক্ষে ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা আয় হয়।

গত বছর অক্টোবর মাসের দিকে আ জ ম নাছির গ্রুপের হাতছাড়া হয়ে যায় কলেজটি। দখল করে তারই এক সময়কার একান্ত বাধ্যগত (!) শিষ্য আব্দুল কাদের। এরপর থেকে বেশ কয়েকবার কলেজ পুনর্দখলের জন্য নাছির গ্রুপ চেষ্টা চালায়। প্রতিবারই ব্যর্থ হয় তারা কাদের গ্রুপের ক্যাডারদের কাছে। শেষ পর্যন্ত গত বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ খোলার আগেই নাছির গ্রুপের ক্যাডাররা কলেজ দখল করে নেয়। কিন্তু সেদিনই বিকাল ৪টার দিকে পুলিশ তাদেরকে ক্যাম্পাস ত্যাগে বাধ্য করে।

গতকাল থেকে এইচএসসিতে ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। ৫ আগস্ট পর্যন্ত ফরম বিক্রি চলবে। ৭ আগস্ট ভর্তি পরীক্ষা হবে। ভর্তির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। গতকাল থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত কলেজের সকল ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ কয়দিন কলেজের পরিচয়পত্রধারী বৈধ ছাত্রদেরকেও কলেজে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না বিনা কারণে।

ভর্তিসংক্রান্ত বিভিন্ন চাঁদাবাজি, অবৈধভাবে টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি করানোর বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তিনি জানান, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই অধিকাংশ ছাত্র ভর্তি হয়েছে, তবে অপেক্ষমাণ তালিকায় কিছুটা হেরফের হতে পারে। তিনি আরো বলেন, অতীতে কি হয়েছে তা আমি জানি না, তবে গত বছর থেকে আমরা কলেজ প্রশাসন নিরপেক্ষ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকেই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে টেকোসাপেক্ষ ভর্তি করাচ্ছি। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অন্যায় আবদার ও চাপের কাছে আমরা নতি স্বীকার করবো না- তা যতো কঠিনই হোক।